International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No.11-18
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার লোকসাহিত্যের পরিচয়

স্বরূপ দে
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Art is the mirror of society. Literature embodies is hope and aspiration, thought and ideas, imagination and mental conflict of men. And in this regard folk literature is relevant one as it is situated on the core of the society's backbone. Folk literature which is the separable part of the folk culture introduces us about man's conceptual ideas, his innovative strength of mental creativity. The district Paschim Medinipur is the ultimate source/delivery room of folk culture or that of folk culture. The flow of folk literature in different regions of the district is coloured by the conscience colour of the people, and is glowed by their cultural features the man of modern thinking express their thoughts and imaginations through the written conventional literature and the ancient verbal folk literature. Surpassing the medieval tradition remains relevant even today. The widely used folk verses, folk puzzles, idioms went through continuous evaluation and even in 21st century these exist with strong potentiality among men. Here we find plenty of child-rhymes, the rhymes based on women, on nature and on birds and animals. Regarding the usages of idioms the people of Paschim Medinipur bear the testimony of ancient cultural heritage and past experiences. As the idioms highlight the experiences of society, the joys and sorrows, the happiness and sufferings of men which are taken from the hook and corner of society becomes the thing of the idioms. The puzzles/illusions used by them, not only bear the artistic merits and humorous points but also they highlight creative intelligence and innovative thinking. In brief, the various genres of folk literature i.e. verse; puzzle, idioms etc. are replete with variations in the district. Moreover, we find here abundance existence of folk song, folk tale, and folk drama which are unique in theme and style. As a result, folk literature though exists unprotected as a pulse of rural society, carries that cultural tradition and ancient heritages of the country or nation with their noble forms from ages and forever.

ভুমিকা:রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি 'সহিত' শব্দ থেকে। সংহত সমাজে won-material সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রকাশ তাঁর সাহিত্য চেতনার মাধ্যমে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পূর্বের প্রাচীন সংহত সমাজের যে সাহিত্যশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিবতর্নের সহজ, স্বাভাবিক ধারা মেনে আধুনিক সংহত সমাজেও প্রচলিত। আসলে লোকসহিত্য তাঁদের জীবনে, চলার পথে মিশে আসে ফলে বিজ্ঞান মনস্ক, সূক্ষ্ম আভিজাত্যে পরিপূর্ন শিষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হলেও লোকসাহিত্যের ধারা লুপ্ত হতে পারেনি বরং তা নবনব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্য সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—

" গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সাথে
জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে
ছড়াইয়া পড়িয়াছে ।"

পশ্চিম মেদিনপুর জেলার ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ তথা লোকসাহিত্যর অন্যান্য শাখা যথা লোকনাটক, লোকসঙ্গীতের ব্যবহার অত্যন্ত চমকপ্রদ। ছড়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন সহজ সরল ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তেমনি ছড়ার কাহিনীর মধ্যে এলোমেলো ভাবানুষঙ্গ বর্তমান। এই জেলার ছড়ার মধ্যে যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দের মূছর্না দেখা যায় তেমনি ছড়ার রস নিস্পত্তি কখনও Serious হয় না। এঁরা ছড়ার মাধ্যমে বাস্তব জীবনযাত্রার তুচ্ছ ঘটনাকেও তুলে ধরে। তাই পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংসস্কৃতির স্বরূপ ও সীমানা' গ্রন্থে বলেন—"ছড়ার জগতে একদিকে যেমন প্রতিদিনের বাস্তব জীবনযাত্রার নানাতুচ্ছ ঘটনার সমাবেশ হয়,অন্যদিকে তাঁর মধ্যে বস্তু জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন কল্পনার বিচিত্র অভিব্যক্তিত্ব ঘটতে দেখি"।

এই জেলার প্রবাদের মধ্যে যেমন ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্নতা রয়েছে তেমনি প্রবাদ হয়ে উঠেছে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাবনায় সমৃদ্ধ। রূপক ও উপমা অলংকারের বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি ব্যবহৃত শব্দ হয়েছে অর্থঘনত্বে ভরা। সামাজিক অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে প্রবাদ হয়ে উঠেছে সচেতনায় পরিপূর্ন। তাই আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "প্রবাদ বর্ননামূলক কিংবা কাহিনীমুলক রচনা নহে, এমনকি ইহা ভাব মূলক সঙ্গীতও নহে; জীবন অভিজ্ঞতার মর্মকথাটি ইহার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, সুতরাং প্রবাদ যে গুনে প্রবাদ, সেই গুনেই ইহা সংক্ষিপ্ত"।

এই জেলার ব্যবহৃত ধাঁধার মধ্যে যেমন সমাজের পরিশীলিত বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ধরা পড়ে তেমনই ধাঁধার মাধ্যমে তাঁদের শৈল্পীক মন ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি বলা যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব লোকসাহিত্য ব্যবহৃত হয় তাঁর মধ্যে সেখানকার মানুষের নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আমি এই গবেষনা পত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ব্যবহৃত লোকসাহিত্যের রূপরেখা তুলে ধরেছি

উদ্দেশ্য : এই গবেষনা পত্রের উদ্দেশ্য হল—

i. পশ্চিম মেদিণীপুর জেলার ব্যবহৃত ছড়ার পরিচয় দেওয়া।

ii. পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ধাঁধা ও প্রবাদের পরিচয় দেওয়া।

iii.পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লোকসাহিত্য ও তার বিভিন্ন শাখার সার্বিক পরিচয় তুলে ধরা।

এলাকা: আলোচ্য গবেষনাপত্রে পশ্চিম মেদিণীপুর জেলার ব্যবহৃত লোকসাহিত্যর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিণীপুর জেলা মুলত ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, কেশপুর, গড়বেতা, মেদিনীপুর সদর, নাড়াজোল, পাঁশকুড়া, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানের ব্যবহৃত লোকসাহিত্যর রূপরেখাকে তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি: আলোচ্য গবেষনাপত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মুলত ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, কেশপুর, ঘাটাল, পাঁচকুড়া, গড়বেতা, মেদিনীপুর সদর প্রভৃতি স্থানের লোকসাহিত্যর উপর গবেষনা করা হয়েছে। আমি এই গবেষনার ক্ষেত্রে ঝাড়গ্রাম ব্লকের ১০০ টি পরিবারের থেকে Randam Sampling Method এর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করেছি। এবং সেই Randam Sampling এর উপর ভিত্তি করেই পাওয়া তথ্যের মাধ্যমেই পশ্চিম মেদিণীপুর জেলার লোক সাহিত্যর রূপরেখাকে তুলে ধরা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার লোকসাহিত্যর বিভিন্ন শাখা: লোকায়ত সংহিত সমাজের স্বতস্ফূর্ত রচনাই হল লোকসাহিত্য। এখানে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য থাকে না। সমষ্টির প্রয়াসের মাধ্যমেই লোকসাহিত্যর সৃষ্টি হয়। তাই আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' এর প্রথম খন্ডে বলেছেন- "লোকসাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি"।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চল লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ। লোকসাহিত্য যেহেতু মৌখিকভাবে প্রচলিত, তাই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকসাহিত্যর ভেদাভেদ তথা পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার মানুষ যে সব লোকসাহিত্যের চর্চা তথা ব্যবহার করেন তা সমাজকেন্দ্রীক। সমাজেকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগত ভাব ভাবনা লোকসাহিত্যর মাধ্যমে চর্চিত হয়। তবে লোকসাহিত্যর শাখা নিয়ে লোকবিদদের মাধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সমগ্রিকভাবে লোকসাহিত্যর শাখার যে চিত্র ফুটে উঠে তা খানিকটা এরমক—

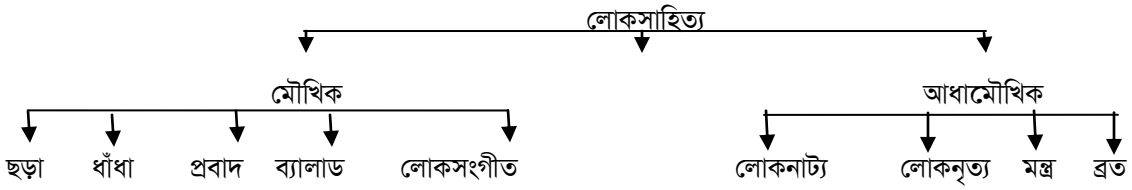

তবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যে সমস্ত লোকসাহিত্যের চর্চা তথা ব্যবহার বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায় তা হল—

i. ছড়া
ii. ধাঁধা
iii. প্রবাদ
iv. লোকসঙ্গীত

এছাড়া মন্ত্র ও ব্রতের ছড়া, লোকনাট্য, ব্যালাড প্রভৃতির ব্যবহারও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় বা চর্চিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার ছড়ার পরিচয়: লোকসাহিত্যের সবচেয়ে প্রচীনতম শাখা হল ছড়া। সভ্যতার আদি লগ্নে মানুষ যখন দৈবশক্তির ক্রীড়নক, তখন দেবতার আশীর্বাদ গ্রহন তার একান্ত কাম্য। আর
সেই দেবতাকে তুষ্ট করার উপায় রূপেই সুর, তাল সহযোগ ছড়ার উৎপত্তি । লোকবিদ পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন —

"আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিনত লাভ করেছে"।

অর্থাৎ কোন বিষয় কে অনায়াস উপলব্ধি স্তরে, উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে যে কাব্যময় উচ্চারন ধবনিত হয় তাই হল ছড়া। এই ছড়া কথাটি সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এসেছে। হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যয় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দ কোষ' এ একে 'গ্রাম্য কবিতা' বলেছেন। এতে শিশু সুলভ সারল্য লক্ষ্য করা যায় বলে ইংরাজী প্ররিভাষায় একে Nursery Rhyme নামে অভিহিত করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়ার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে অঞ্চলভেদে ছড়ার মধ্যে যেমন ভিন্নতা তথা পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় তেমনি বিভিন্ন বিষয়ক ছড়ার সমৃদ্ধিও লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার ছড়ার মধ্যে যেমন শিশু সুলভ সারল্য দেখা যায় তেমনি ছড়ার মধ্যে মায়ের ঐকান্তিক ভালোবাসার হৃদয় বার্তাও লক্ষ্য করা যায়। তাই অশোক কুমার মিশ্র তাঁর 'সাহিত্যের রূপ রীতি কোষ' গ্রন্থে বলেছেন—

"শিশুকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে রচিত ভাব, অগভীর ছোট মৌখিক কবিতাকে বলা হয় ছড়া"।

ছড়া মৌখিক সাহিত্য ফলে এর পরিমন্ডলে ও বৃহৎ। পশ্চিম মেদিনী পুর জেলার মানুষ সামাজিক তথা নানাবিধ প্রয়োজনে তৎসহ হৃদয়ের স্ফূর্তি নিবারনের জন্য বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছড়া ব্যবহার করে। যেমন—

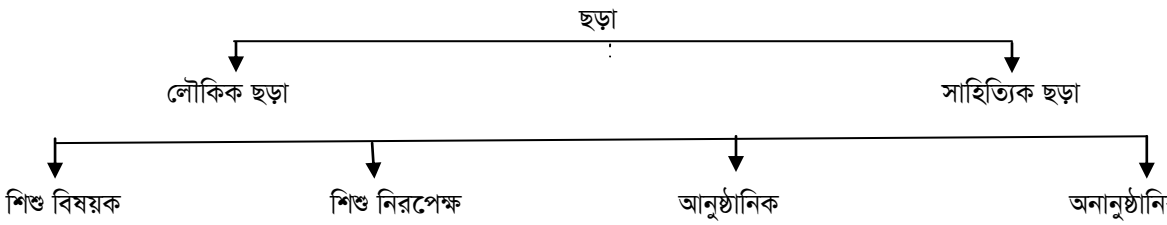

ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত ছড়া ব্যবহার করা হয় তা বিষয়বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এবং তার মধ্যে মানব মনের খামখেয়ালিপনা লুকিয়ে থাকে। সমাজ সংস্কৃতির ধারাপাতে শিশুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক সবচেয়ে অঙ্গাঙ্গিক। মা শিশুকে তাঁর সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা ভোলানো, ঘুম পাড়ানো প্রকৃতির জন্য ছড়া ব্যবহার করে থাকে। এই সব ছড়া মা ত্রর দ্বারা রচিত তথা গীত হলেও এর কেন্দ্রে থাকে শিশু। তাই এগুলিকে শিশু কেন্দ্রিক ছাড়া বলা হয়। এই জেলাতে শিশুকেন্দ্রক ছড়ার কয়েকটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যথা-

i. ছেলে ভুলানো ছড়া।
ii. ঘুম পাড়ানো ছড়া।
iii. ছেলে খেলানো ছড়া।
iv. দোল খাওয়ার ছড়া।
v. কান্না নিবারক ছড়া।

এই সব ছড়ার নিদর্শন নিম্নে তুলে ধরা হল—

শিশু বিষয়ক ছড়া	ছড়ার নিদর্শন
১। ছেলে ভোলানো ছড়া	১। "খুকি কেন কাঁদে । ভিজা কাঠে বাঁধে।। কিনে দেব শুকনো কাঠ। খুকি খায় দুধ ভাত।। ২। "আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা।
২ । ঘুম পাড়ানি ছড়া	চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা"।
৩। ছেলে খেলানো ছড়া	৩। "এলাটিন, ব্যালাটিন সই লো। কিসের খবর আই লো। রাজার খবর আইলো। কোন বালিকা চাইলো"।।
৪। দোল খাওয়ানোর ছড়া	৪। "বৃষ্টি পরে টাপুরটুপুর নদে এল বান। শিব ঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যে দান"।
৫। কান্নানিবারক ছড়া	৫।"দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে"।।

এছাড়াও এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ব্রতের ছড়া ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন -

ব্রতের ছড়া	ছড়ার নিদর্শন
১। ভাদুলি ব্রত	১ । "নদী নদী কোথায় যাও। বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও"।।
২। পুন্যিপুকুর ব্রত	২। "আমি সতী লীলাবতী ভাইয়েরবোন পুন্যবতী"।।
৩ । সেঁজুতি ব্রত	৩। "সাঁঝ পুন্যি সেঁজুতি। ষোল ঘরে ষোল ব্রতী"।

বিয়ে বিষয়ক বিভিন্ন ছড়া এই জেলার মানুষ ব্যবহার করে। যেমন —

"দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনী।।
বর আসবে যখনি।
নিয়ে যাবে তখনি"।।

এছাড়া ভাই ফোঁটা বিষয়ক ছড়ার ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা।
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা"।।

বিনোদন বিষয়ক ছড়া হল—

"ও পাড়েতে লঙ্কাগাছটি লংকা টুকটুককরে।
গনবতী ভাই আমার মন কেমন করে"।।

এছড়া বিভিন্ন উপদেশ মূলক ছড়ার ব্যবহার ও জেলাতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

ছড়া	ছড়ার নিদর্শন
১। ডাকের বচন ২। খনার বচন	১। "স্বামীর সেবা সাঁঝে বাতী। ডাক বলে লক্ষ্মীর স্থিতি"।। ২। "খনা বলে ডেকে আনো রোদের ধান ছায়ায় পান"।

এক কথায় বলা যায় এই জেলার ছড়ার মধ্যে যেমন আঞ্চলিক ভাষার যোগ আছে তেমনি ছড়াগুলির মধ্যে সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। এরই পাশাপাশি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গও যেমন ছড়ার স্থান পেয়েছে তেমনি আবার আনুষ্টানিক ক্রিয়াকলাপ ও ছড়ার মধ্যে ক্রিয়াশীল। যেমন—

"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজানা দেব কিসে"।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার প্রবাদ পরিচয়ঃ প্রবাদ কথাটির ইংরেজি পরিভাষা হল Proverb। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে এই প্রবাদের ব্যবহার অত্যন্ত চমপপ্রদ। তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে যাপনে এই প্রবাদ ব্যবহার করে থাকেন।এই প্রবাদের মধ্যে তাঁরা যেমন তাঁদের সুখ-দুঃখ,আনন্দ বেদনাকে তুলে ধরেন তেমনি প্রবাদের মাধ্যমে উপদেশমূলক নীতিও প্রচারিত হয়। এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রবাদ পাওয়া যায় তা সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদের মধ্যে যেমন উপমা রূপক অলংকারের ব্যবহার থাকে তেমনি কথার মধ্য দিয়ে আঘাত করার ভঙ্গিতে প্রবাদের সার্থকতা রক্ষিত হয়।এখনকার প্রবাদে মূলত ছটি লক্ষন লক্ষ্য করা যায়।
যথা—

i. সংক্ষিপ্ততা
ii.সরলতা
iii. অলংকার
iv. প্রচীনতা
v.সত্যতা
vi. রসবোধ

এ জেলাতে ভাষাতে যেমন দুছত্রের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। তেমন চারছত্রেরও প্রবাদ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—

প্রবাদ	নিদর্শন
১) দুই ছত্র ২) চার ছত্র	১) "আমে ধান তেঁতুলে বান" ২)"শাশুড়ি ননদ বলবে দেখে বউ হয়েছে কালো শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে ঘর করেছে আলো"।

এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবাদ ব্যবহার হয়। যেমন কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ প্রচলিত তেমনি আবহাওয়া বিষয়ক প্রবাদও লক্ষ্য করা যায়। আবার পুরাণ,ঐতিহাসিক, স্বাস্থ্য বিষয়ক ও পারিবারিক প্রবাদও লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবাদের নিদর্শন তুলে ধরা হল-

প্রবাদ	নিদর্শন
১আবহাওয়া	১) "আষাঢ় শ্রবনে বয় উত্তরা শুকনা গাঙে নৌকা যাত্রা"।
২) কৃষিকেন্দ্রিক	২) "গাঁ নষ্ট কানায় পুকুর নষ্ট পানায়"।
৩) পুরান বিষয়ক	৩) "যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ"।
৪) ঐতিহাসিক প্রবাদ	৪) লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।
৫) স্বাস্থ্য বিষয়ক	৫) "তাল তেঁতুল দই বৈদ্য বলে ওষুধ কই"।
৬) সামাজিক প্রবাদ	৬)"জম,জামাই ভাগনা এ তিন নয় আপনার"।
৭) সংস্কার বিষয়ক	৭) "মঙ্গঁলে উষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা"।
৮) পারিবারিক প্রবাদ	৮) "মা মরলে দোষ নেই
৯) লোক দর্শন মূলক প্রবাদ	বউ বাঁচলে বাঁ ৯) "সৎ সঙ্গেঁ স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গেঁ নরক বাস"।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার ধাঁধা পরিচয়: ধাঁধার ক্ষেত্রেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তাঁর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের ব্যবহৃত ধাঁধার মধ্যে যেমন শিল্প চার্তুয ও রসবোধের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ধাঁধার মধ্যে চিন্তনশক্তি ও বিচারবুদ্ধির সযত্ন অনুশীলনও পাওয়া যায়। যেহেতু ধাঁধা তাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ফসল তাই ধাঁধার মধ্যে সূক্ষ্ম হেঁয়ালির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ধাঁধা অন্যান্য লোক সাহিত্যের উপাদানের মতো লোকজীবনাশ্রয়ী। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন —

" যাহা হঠাত সহজে বুঝা যায় না একটু ভাবিতে হয়, যাহার জন্য একটু ভাবিতে হয়। যাহার জন্য মাথা ঘুরাইতে হয় তাহাই ধাঁধা"।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে লৌকিক ধাঁধা, সাহিত্যিক ধাঁধাএই দুই ধরনের ধাধারই ব্যবহার দেখা যায়। লৌকিক ধাঁধার মধ্যে যেমন গাছ পালা বিষয়ক প্রানীবাচক ধাঁধাও লক্ষ্য করা যায় পুরাণ কেন্দ্রীক ধঁধাও লক্ষ্যণীয়। নিম্নে ধঁধার নিদর্শন তুলে ধরা হল

ধাঁধা	নিদর্শন
১)শাব্দিকধাঁধা	১) "কাসন্দির সুন্দি ছাড়া পাঁঠার ছাড়া পা লবঙ্গেঁর বঙ্গঁ ছাড়া কিনে আনগে যা"।(কাঁঠাল)
২)গাছপালা বিষয়ক	২) "বন থেকে বেরলো টিয়ে সোনার টুপুর মাথায় দিয়ে"।(আনারস)
৩) পুরান কেন্দ্রিক	৩) "স্ত্রী পুরুষে খায় পান দুজনে বাইশ কান"।(রাবণ ও মন্দোদরী)
৪)বস্তু বাচক	৪) "এতটুকু ঘরে লোক গিজ গিজ করে"। (দেশলাই)
৫) মানুষ বিষয়ক	৫) "এক হাত গাছটি ডাল তার পাঁচটি"। (হাতের পাঁচ আঙ্গুল)
৬) কৃষিভিত্তিক ধাঁধা	৬) "ইতি গাছেবিচি নাই। খাই বটে লাগাই নি"। (ছত্রাক)
৭)গল্পধর্মী	৭) "রক্তে ডুবুডুবু কাজলের ফোঁটা

	যে না বলতে পারে সে জারজ বেটা"। (কাঁচফল)

উল্লিখিত ধাঁধার মধ্যে যেমন হেঁয়ালি রয়েছে তেমনি নির্মল হাস্যরসও রয়েছে। এই জেলার ধাঁধার মধ্যে যেমন আক্রমন রয়েছে তেমনি উত্তর দাতাকে উত্তেজিত ও লোলুপিত করার উদাহরনও রয়েছে । তাই আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"বুদ্ধির অনুশীলন কিংবা জ্ঞানের চর্চা ইহার চরম লক্ষ্য নহে, ইহার চরম লক্ষ্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি"।

ধাঁধার জনপ্রিয়তা এতই বেশি যে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গুপ্তধণ' গল্পে ধাঁধার উল্লেখ করেছেন—

"রা নাহি দেয় রাধা
পায়ে ধরে সাধা
শেষে দিল রা
পাগল ছাড়ো পা"। (ধারাগোল)

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার লোক সঙ্গীত পরিচয়: মানুষের কণ্ঠে সুর জেগে ওঠে দুটি কারনে। যথা এক দুঃখে,দুই আনন্দে।গীত,বাদ্য ও নৃত্য ও তিনটি কলার সমন্বয় সাধনেই এই সংগীতের সৃষ্টি। লোক সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এই লোক সঙ্গীতের ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

এই জেলার মানুষ তাঁদের সংগীতকে হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তার রস অনুভব করে, কেননা সংগীতই তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র। এই জেলাতে বিভিন্ন ধরনের লোক সঙ্গীত পাওয়া যায় যা এই জেলার মানুষ জীবনের উত্থান পতনে ব্যবহার করে।-

i)ঝুমুর গান
ii)ভাটিয়ালি গান
iii)ভাদু গান
iv)টুসু গান
v)পুতুল নাচের গান
vi)পুরান গান
vii)ঝাপান গান
viii)চাষের গান
ix)ধান ভাঙার গান
x)বাউল গান ও
xi) কীর্ত্তন গান ।

কিছু সংস্কারগত গানও গায়। আব্বাসউদ্দিন এর গান যেমন বৃষ্টির প্রত্যাশায় গায় তেমনি মানুষের নিজের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে হিসাবেও গান গায়। যেমন আব্বাসউদ্দিনের গান-

"আল্লা মেঘ দে পানি দে, ছায়া দেরে তুই"।
আবার-"সাঁঝে ফুটে ঝিঙা ফুল
সকালে মলিন গো" ইত্যাদি গান গায়।

এই জেলার লোক সঙ্গীতের মধ্যে কণ্ঠ ভঙ্গী ও পারি -বারিক উচ্চারন যেমন আকর্ষনীয় তেমন সঙ্গীতের মধ্যে আঞ্চলিকতার ছাপও লক্ষ্য করা যায়, তাই অনিমেষ কান্তি পালের ভাষায় বলা যায়-

"অর্থনৈতীক উপলক্ষ্য ও জীবনচর্চা, এরা এবার সময়ের বিবর্তনে শ্রেণীচেতনার অভিজ্ঞান কেও রূপায়িত করে"।

মন্তব্য: সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ তাঁর মনের ভাব তথা চিন্তন শক্তিকে প্রকাশ করে। লোকসাহিত্যও সেই রূপ, যার মাধ্যমে মানুষ মৌখিক ভাবে তাঁর সাহিত্য অনুশীলন করে। এই ধারা প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগেও ক্রম উন্নত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাও লোকসাহিত্যের এই সোপান থেকে বিচ্যুত নয়। ছড়া ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত তারা জীবনের অঙ্গ হিসাবে দৈনন্দিন জীবন যাপনে ব্যবহার করে। এছাড়াও লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা হিসাবে ব্রতের ছড়া, লোকমন্ত্র, লোকনাটক ব্যবহারও বা চর্চাও লক্ষ্য করা যায়,এই সব লোকসাহিত্য ব্যবহারে তারা আনন্দ পায়। এই লোকসাহিত্যের ধারা আধুনিক যুগেও এত উন্নত যে বিভিন্ন ফোক অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা লক্ষ্য করি। তবে বিষাদের কথা

এই যে, এই সব লোকসাহিত্য আজ অবলুপ্তির পথে। ফলে এই সব সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রয়োজন এর লিখিত রূপ দেওয়ার। যা লোকসাহিত্যের মৌখিক ঐতিহ্যকে করে তুলবে সংরক্ষন ও সংবদ্ধ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. বেরা, নির্মল (১৪১৮ বঙ্গাব্দ), 'লোকসংস্কৃতিঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' সুস্মিতা প্রকাশণী, কলকাতা-৭০০০০৯।
2. কামিল্যা,মিহির চৌধুরী (আগষ্ট ২০১০) 'ভাষাতত্ত্ব' ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড়,কলকাতা-৯।
3. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী (২০০৭), 'বাংলার লোকসংস্কৃতিঃ স্বাদে আস্বাদে' ঢাকা
4. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী (২০০৩), 'বাংলার নারী সংস্কৃতিঃ পুনশ্চ
5. শ, রামেশ্বর (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮), সাধারন ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপনী, কলকাতা-৯।